যুগান্তর

তারিখ 0 6 SEP 2007
পৃষ্ঠা কলাম

২২ বিচার

সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচার বিভাগীয় কমিশনের তদন্ত পরিচালিত হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের সবক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে তদন্তের অধীনে আনছে বিচার বিভাগীয় কমিশন। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে বড় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘটনার কারণ, উৎস ও বর্ণনা চেয়ে বুধবার পত্র পাঠানো হয়েছে। বাকিগুলোকে আজ-কাল পত্র দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে সেনাসদস্য এবং পুলিশের সাক্ষ্য নেয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের পেতে ঢাকা মহানগর (ডিএমপি) পুলিশ কমিশনারকে পত্র দেয়া হবে। সেনাসদস্যদেরও হাজির করার আইনি রাস্তা খুঁজছে কমিশন। ঘটনার টেলিভিশন ফুটেজ চেয়েও টিভি চ্যানেলগুলো থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

কমিশন আজ পুরনো ঢাকার ইংলিশ রোড, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশ এলাকা এবং কমলাপুরের বিআরটিসি বাস ডিপো পরিদর্শনে যাচ্ছে। বিকালে সাক্ষ্য নেবে। এ পর্যন্ত মোট ২২ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। এর মধ্যে ৮ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন বুধবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের দুই ট্রেনার জালাল আহমেদ এবং জসীমউদ্দীনসহ ৮ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। বাকিরা নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে কমিশন সূত্র জানায়।

সপ্তমদিনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারপতি (অব.) হাবিবুর রহমান খান বলেন, সরকার সেনা কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবারই সহযোগিতা তিনি পাচ্ছেন। তবে পাচ্ছেন না সাক্ষীদের সহযোগিতা। এক প্রশ্নের জবাবে বিচারপতি বলেন, সেনাসদস্যদের সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য তাদের আইন-কানুন সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলো স্টাডি চলছে।